ইনোভেশন শোকেসিং এ রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের তালিকা

ক্রম	জেলা কার্যালয়ের নাম/কর্মকর্তার নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	২	৩	৪
০১	জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	ডিজিটাল/অনলাইন পদ্ধতিতে অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির লিজ নবায়নের কার্যক্রম সহজীকরণ ও তরান্বিতকরণ।	রাজস্ব আয় সরকারি কোষাগারের একটি বড় অংশ যা দিয়ে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করে থাকে। অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির লিজ প্রদানের মাধ্যমে লিজিদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় করা হয়। রাজস্ব আদায়ের এই পদ্ধতিকে সহজীকরণ করা হলে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে। পূর্বে সরকারি অফিসে এসে লিজ নবায়নের আবেদন করে তা নিষ্পত্তিতে অনেক সময় লেগে যেত এবং লিজিগণ এই ভোগান্তির দরুন এ অর্থ জমা প্রদান কম আগ্রহী ছিলেন। বর্তমানে বিবেচ্য অনলাইন প্লাটফর্ম 'ডিজিটাল অর্পিত সম্পত্তি লিজ নবায়ন, ঠাকুরগাঁও' (https://vpcellthakurgaon.gov.bd) তৈরির মাধ্যমে ঘরে বসেই লিজিগণ অনলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত জমির পরিশোধযোগ্য সেলামিরে পরিমাণ জেনে লিজ নবায়নের আবেদন করতে পারবেন। লিজ নবায়ন পরবর্তীতে মোবাইল এসএমএস এর মাধমে লিজিদেরকে অবহিত করা হয়। ফলে এদিকে তাদের পক্ষে বকেয়া পরিশোধ যেমন কম সময় লাগে, অন্যদিকে সরাকারি জমির দখল বজায় রেখে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হয়। এভাবে সরকারি সম্পত্তিতে লিজিগণকে বসবাসের জন্য সরকারি খাজনা প্রদানের উৎসাহ যোগানো ও কোন রকম বিপত্তি ছাড়া বসবাসে উদ্ধুদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে। এ প্লাট ফর্মের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশিগণ ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সেবা পাবে। যার টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রেখেছে/রাখবে। এ উদ্যোগটি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই সময়োপযোগী। কেননা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অনলাইন প্লাটফর্ম সেবা গ্রহিতার হাতে সেবা (Service at the fingertip) পৌছানোর বিকল্প নেই।
০২	জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	এলএ চেক হস্তান্তরে জটিলতা হ্রাস	অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য পূর্বে যে এলএ চেক দেয়া হতো, তা হতে টাকা উত্তোলনে গ্রহিতাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো, তা সময়সাপেক্ষও ছিল। এলএ চেক গ্রহণকারী চেক নিয়ে তার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট যে ব্যাংকে আছে, সেটায় চেক জমা দিলে, তা পরবর্তীতে সোনালী ব্যাংক হয়ে জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে জমা হতো। এরপর ডিসি অফিস হতে প্রেরিত কাগজপত্রের সাথে যাচাই করে সব ঠিক থাকলে সেই চেক আবার সোনালী ব্যাংক হয়ে চেক গ্রহিতার ব্যাংকে গেলে চেক গ্রহিতা টাকা পেতো। এতগুলো ধাপে কোথাও চেক গ্রহিতাকে বারবার ব্যাংকের শরণাপন্ন হতে হতো ও মাঝেমধ্যে কিছু বাড়তি টাকাও খরচ হয়ে যেতো এবং সময় ব্যয় হতো। একইসময়ে কোন দুষ্টচক্রে পড়লে হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। বর্তমানে ডিসি অফিস হতে ইস্যুকৃত এলএ চেক সরাসরি জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ করা হলে সেখানে প্রেরিত কাগজপত্রের সাথে ভেরিফাই করে জেলা প্রশাসকের নিকট এমআইসিআর চেক প্রদান করা হয়, যা ডিসি অফিসের মাধ্যমে এলএ চেক গ্রহিতাকে দেয়া হয়। চেক গ্রহিতা তার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট যে ব্যাংকে আছে, সেটায় চেক জমা দিলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে টাকা পেয়ে যায়। এর ফলে আগে টাকা পেতে যেমন বেশ কয়েকদিন লেগে যেতো তেমন সীমাহীন ভোগান্তিরও শিকার হতো, কিন্তু বর্তমানে কোন হয়রানি ছাড়াই এক দিনেই গ্রাহকের টাকা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।